১৮-০৬-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য ঈশ্বরের দত্তক সন্তান, তাঁর শ্রীমতই তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানায়"

প্রশ্ন :- তুমি যখন মৃত, তোমার কাছে সম্পূর্ণ দুনিয়া মৃত - এর অর্থ কি ?

উত্তর :- তোমরা বাচ্চারা যখন বাবার কাছে এসে জীবন্মৃত হও, তখন তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ দুনিয়া শেষ হয়ে যায় । অন্য মানুষেরা তো যে দুনিয়ায় মারা যায়, সেই দুনিয়ায় জন্ম নেয়, কিন্তু তোমাদের জন্ম এই পুরানো দুনিয়ায় হয় না । তোমাদের নতুন জন্ম নতুন দুনিয়ায় হয় । তোমরা বাচ্চারা স্বর্গের বাদশাহী পাও ।

গীত :-- মরণ তোমারই দ্বারে.....

ওম্ শান্তি । এই গায়নও এই সময়ের, যা আবার ভক্তিমার্গে গাওয়া হয় । এই সময় তোমরা যখন বাবার কাছে জীবন্মৃত হও, তখন বরাবর সম্পূর্ণ দুনিয়াও তোমাদের কাছে শেষ হয়ে যায় । অজ্ঞান কালে মানুষ যখন মারা যায়, তখন সেই দুনিয়াতেই জন্ম নেয় । দুনিয়া তো আছেই । মানুষ যে দুনিয়ায় মারা যায়, সেই দুনিয়াতেই জন্ম নেয় । তোমরা বাচ্চারা যখন বাবার হও, তখন এই দুনিয়াই তোমাদের কাছে শেষ হয়ে যায় । কথিত আছে -- তুমি যখন মারা গেলে তখন সম্পূর্ণ দুনিয়াই তোমার কাছে মৃত -- কিন্তু দুনিয়ার তো বিনাশ হয় না । এই দুনিয়াতেই আবার জন্ম নিতে হয় । এখন তোমরা যেমন জীবন্মৃত হও, তখন তোমাদের এই মৃত্যুতেই সম্পূর্ণ দুনিয়াও তোমাদের কাছে শেষ হয়ে যায় । তোমাদের মৃত্যুতে এই দুনিয়াও তোমাদের কাছে শেষ হয়ে যাবে । তোমরা জানো যে -- আমরা আবার নতুন দুনিয়াতে আসবে । এ কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো । ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার কারণে আমরা সত্যযুগে জন্মের অধিকার পাই । স্বর্গের বাদশাহী পাই । এই নরক শেষ হয়ে যায় । এতে কোনো পরিশ্রম নেই, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে । মৃত্যুমুখী মানুষকে বলা হয় রাম - রাম বলো । মৃত্যুর পরে যখন দেহ নিয়ে যায় তখন বলে -- রাম নাম সত্য .....এ কথা ভগবানকেই বলে । রাম নাম সত্য -- অর্থাত্ পরমপিতা পরমাত্মা যিনি সত্য, তাঁর নামই নেওয়া উচিত । তাঁকে মানুষ রাম বলে দেয় । মালাও রাম - রাম বলেই জপ করে । রাম - রাম ধ্বনি এমন করে যেন বাজনা বাজায় । বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বোঝান যে কোনো আওয়াজ করবেন না । কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে । তোমরা জানো যে -- বেঁচে থেকেই ঈশ্বরের কোলে আসার কারণে তোমাদের এই দুঃখ রূপী দুনিয়া শেষ হয়ে যায় । বাবা আমরা তোমার গলার হার হয়ে যাবো । রুদ্র মালারও গায়ন আছে । রাম মালা বা কৃষ্ণ মালা বলা হয় না । তোমরা এই রুদ্র মালায় গ্রথিত হওয়ার জন্য আগের কল্পের মতো এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে এসে বসেছো । এমন কোনো দ্বিতীয় সৎসঙ্গ নেই যেখানে বোঝানো হয় যে আমরা ঈশ্বর বাবার গলায় দুলবো । বাবার থেকে তো তোমরা অবশ্যই আশীর্বাদী বর্সা পাবে । বাবা -- এই কথা কে বলে ? আত্মা । আত্মাতেই তো মন - বুদ্ধি আছে, তাই না । বুদ্ধি প্রথমে বোঝায় তারপর বলে । প্রথমে সঙ্কল্প আসে তারপর কর্মেন্দ্রিয়কে বলে ---বরাবর আমরা বাবার হয়েছি, বাবার হয়েই থাকবো । তাঁকে তো গড ফাদার বলা হয়,তাই না । এরপর জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে গড ফাদারের নলেজ আছে কি ? তখন মানুষ বলবে -- গড তো সর্বব্যাপী । তখন বলো -- তোমাদের আত্মা তো বলে পরমপিতা পরমাত্মা তো পিতা,

তাহলে কিভাবে সর্বব্যাপী হবেন ? বাচ্চার মধ্যে বাবা কি এসে গেছেন ? বাবাকে সর্বব্যাপী বলা সম্পূর্ণ ভুল । লৌকিক বাবারও পাঁচ - সাতটি বাচ্চা থাকে । তারা কি বলবে, বাবা আপনি সর্বব্যাপী ? এও বোঝার মতো কথা । মুখে বলো পরমপিতা, এরপর কিভাবে সর্বব্যাপী বলে দাও ? পিতা আমার মধ্যে আছে -- এ কিভাবে হতে পারে ! বাচ্চারা এমন বলতে পারে যে, আমার মধ্যে বাবার গুণের প্রবেশ আছে, কিন্তু বাচ্চা থোড়াই বলবে যে, আমিই বাবা । তোমরা আত্মারা হলে অনেক বাচ্চা । আবার তোমরা বলে দাও যে, পিতা আমার মধ্যে আছে । বাবা কিভাবে বাচ্চাদের মধ্যে থাকবে ? খুব ভালোভাবে নিজে বুঝে তারপর অন্যদের বোঝাতে হবে ।

রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ তো বিখ্যাত । রুদ্র হলেন নিরাকার । কৃষ্ণ তো সাকার । অবশেষে ভগবান কাকে বলা যাবে ? কৃষ্ণকে তো বলা যাবে না । মানুষ তো ভুলে বসে আছে ----তারা বলে দেয়, ভগবান তো সর্বত্র, আমার মধ্যেও আছে । বাবা তো ঘরেই আছেন, আবার কোথায় থাকবেন । এখন বাবা এই বেহদের ঘরে এসেছেন । তিনি এখানে বিরাজিত । তিনি বলেন, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি । কিছু জিজ্ঞেস করার হলে জিজ্ঞেস করো । আগে পিতৃপুরুষদের ডাকার অনেক রেওয়াজ ছিলো । পিতৃপুরুষরা তো আত্মা । পিতৃপুরুষদের অর্থাত্ আত্মাদের খাওয়ানো হয় । বলবে আজ আমাদের দাদুর শ্রাদ্ধ, আজ অমুকের শ্রাদ্ধ । তো আত্মাদের ডাকা হয় । তো আত্মাদের ডাকা হয়, খাওয়ানো হয় । মনে করো, কারোর তার স্ত্রীর প্রতি প্রেম, তার স্ত্রীর আত্মাকে ডাকে । বলে, আমি হীরের নাকছাবি পারাবার কথা দিয়েছিলাম, ব্রাহ্মণকে ডেকে তাকে হীরের নাকছাবি পরায় । আত্মাকেই তো ডাকে, শরীর থোড়াই আসে । এই নিয়ম ভারতেই । যেমন তোমরা সুক্ষ্ম বতনে যাও । কেউ মারা গেলে তোমরা তারজন্য ভোগ দাও । সুক্ষ্মবতনে সেই আত্মা আসে । এ হলো সম্পূর্ণ নতুন কথা । যতক্ষণ না কেউ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে ততক্ষণ সংশয় আসবে । এরা কি করে ? ব্রাহ্মণদের রীতি রেওয়াজ দেখো কেমন ।

এই সময় সকল মনুষ্য মাত্রেই তমোপ্রধান । বাবা তো হলেনই পতিত পাবন । তিনি কখনোই তমোপ্রধান হন না । মানুষকে পতিত - পাবন বলা হবে না । পতিত - পাবন অর্থাত্ সম্পূর্ণ দুনিয়াকে যিনি পবিত্র করেন । এ তো একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই হতে পারবে না । ধর্ম স্থাপকরা তো আসেন তাঁদের নিজের - নিজের ধর্ম স্থাপন করতে । খৃষ্টান ধর্মের ঝাড় ওখানেই আছে । প্রথমে ক্রাইস্ট আসবেন তারপর তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর ধর্মের সবাই আসতে থাকবেন । বৃদ্ধি পেতেই থাকবে । তিনি কোনো পতিতকে পবিত্র করেন না । নম্বর অনুসারে তাঁদের সংখ্যা আসতে থাকে । পতিত - পাবন তো এই সময়ই চাই, যখন সবাই কবরে শায়িত হয়ে যাচ্ছে । সবাইকে পবিত্র একজনই করেন । এ কথা তো তোমরা বুঝতে পারো যে, বরাবর এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই জর্জরিভূত অবস্থা । এখানে বট গাছের উদাহরণ দেওয়া হয় যার অনেক বড় ঝাড় হয় । তার নীচে দলে দলে লোক গিয়ে বসে । সমস্ত ফাউন্ডেশন তো নীচেই । বাকি ডালপালা সব ওপরে খাঁড়া থাকে । এও তেমনই এক ঝাড় । দেবী - দেবতা ধর্মের যে ঝাড় তার ফাউন্ডেশনের উল্টোভাবে উপরে রয়েছে, যার গোড়া একদম কেটে গেছে । বাকি সব আছে । বীজ থাকলে তবেই তো আবার স্থাপন করা যাবে । বাবা বলেন --- আমি আবার এসে তা স্থাপন করি । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, আর শঙ্করের দ্বারা বিনাশ । এই মহাভারতের লড়াইয়ে বরাবর অনেক ধর্মের বিনাশ হয়েছিলো । যারা রাজযোগ শিখেছিলো তাদের আবার রাজধানী স্থাপন হয়েছিলো । তোমরা জানো যে, আমরা আবার বাবার কাছে যাবো তারপর আবার নতুন দুনিয়ায় আসবো । তারপর এই ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকবে ।

যে দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো তা এই সময় প্রায় লোপ পেয়ে গেছে । তাই বাবা বলেন -- আমি আবার এসে সেই আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । ভারত, যা একসময় উঁচুর থেকেও উঁচু ছিলো, এখন তার গ্রহণ লেগেছে । কাম চিতায় বসার কারণে এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া কালো হয়ে গেছে । এখন তোমরা আবার জ্ঞান চিতায় বসে গোরা হও । তোমরা তো শ্যাম হয়ে গিয়েছিলে, শ্যাম থেকে গোরা, সুন্দর করেন একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা । তোমরা তাঁর শ্রীমত পাও । পরম পিতা পরমাত্মার আত্মাতো চির পবিত্র এবং গোরা । এই আত্মার মধ্যেই খাদ জমা হয় (সোনার মতো)। তোমরা এখন জানো যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে । সবার মৃত্যু নিশ্চিত । তখন তোমাদের বলার জন্য এমন কেউ থাকবেন না, যিনি বলবেন, রাম -রাম বলো । এই মৃত্যু এমন হবে যে সবাই মরবে । এখন কতো মানুষ মারা যাবে । জমিতে এখন কতো সার পাওয়া যায় ! তাহলে কেন এই ধরিত্রী এক নম্বর ফসল দেবে না ? সত্যযুগে সব সব্জীই সবুজ এবং তাজা হবে । পচা জিনিসকেই সার বলা হয় । আবর্জনা জ্বলে সার বানানো হয় । এই সার বানানোতেও সময় লাগে । এই সৃষ্টিরও তেমনি নতুন হতে সময় লাগে । তোমরা সুক্ষ্মবতনে যাও । সেখানে তোমাদের কতো বড় বড় ফল দেখানো হয় । অমৃত পান করানো হয় । তোমরা বিচার করো, কতো সার পাওয়া যাবে - তাও বিশেষত এই ভারতে । ওখানে কতো সুন্দর সুন্দর জিনিস থাকবে । সূক্ষ্ম বতনে তোমাদের বৈকুন্ঠের অমৃত পান করানো হয় । বাগান ইত্যাদিরও সাক্ষাৎকার করানো হয় । ওখানে আমাদের বাগান থাকবে । বাচ্চারা তার সাক্ষাৎকার করেছে । সেখান থেকে অমৃত পান করে আসতো । রাজকুমাররা বাগান থেকে ফল নিয়ে আসতো । এখন সুক্ষ্মবতনে তো আর বাগান থাকে না । অবশ্যই তারা বৈকুন্ঠে গিয়েছিলো । এক একজন আলাদা করে সাক্ষাৎকার করাবে না । যারা নিমিত্ত হয় তাদের করানো হয় । এমনও হতে পারে, যদি তোমরা স্মরণে থাকো, বাবার বাচ্চা হয়ে থাকো এবং সম্পূর্ণ সমর্পিত হও, তাহলে পরের দিকে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে । আগে তো এমন ভাট্টি হতো । এই ভাট্টিতে এমন অনেকে আসতো যারা শক্তিশালী হতে চায় । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, কাউকে কোনো বই দিয়ে দিলেই তারা বুঝতে পারবে না । বোঝানোর জন্য ভালো টিচার অবশ্যই চাই । টিচার এক সেকেন্ডেই বোঝাবেন -- ইনি তোমাদের বাবা, ইনি দাদা, আর এই বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । কাউকে কোনো বইপত্র দিলে তারা দেখেই ফেলে দেবে । তারা কিছুই বুঝতে পারবে না । এ অবশ্যই বোঝাতে হবে যে, বাবা এখন এসেছেন । এই ঢোল পেটানো হলো তোমাদের দায়িত্ব ।

বরাবর যাদব, কৌরব এবং পাণ্ডবরাও আছে । মহাভারতের লড়াইও সামনে অপেক্ষা করছে । অবশ্যই যিনি রাজযোগ শেখাবেন তিনিও থাকবেন । স্বর্গের স্থাপনাও অবশ্যই হবে । এক ধর্মের স্থাপনা এবং অনেক ধর্মের বিনাশ হবে । তোমরা জানো যে, আমরাই নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হই । এই হলো এম অবজেক্ট । মানুষ থেকে দেবতা হতে এক মুহূর্তও লাগে না .....এই দেবতা কেবল সূর্যবংশীদের বলা হয় । চন্দ্রবংশীদের ক্ষত্রিয় বলা হয় । প্রথমে তো দেবতা হওয়া উচিত, তাই না । পাস না করতে পারলে ক্ষত্রিয় হয়ে যায় । তাই বাবা বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, বাবার কতো হারানিধি বাচ্চা আছে । কারোর বাচ্চা যদি হারিয়ে যায়, তাকে ৬ - ৮ মাস বাদে পাওয়া গেলে তখন কতো ভালোবেসে মিলিত হয় । বাবারও তেমন কতো খুশী হবে । বাবা এও বলেন --- আমার প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে এসে মিলিত হয়েছো । প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা হারিয়ে গিয়েছিলে, এখন আবার এসে মিলেছো বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য । সার্বভৌম দৈবী দুনিয়া তোমাদের গড ফাদারলী বার্থ রাইট । বাবা তোমাদের বেহদের

বাদশাহী দিতে এসেছেন । ইনি হলেন হেভেনলী গড ফাদার । তিনি বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য কতো বড় উপহার নিয়ে এসেছি কিন্তু এর যোগ্য হতে হবে । বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । বাবা – মাম্মা বলে যদি ভুলে যাও বা ছেড়ে দাও তাহলে তো গলার হার হতে পারবে না । বাবা বাচ্চাদের কতো ভালোবাসেন । বাবা বাচ্চাদের মাথায় চড়িয়ে রাখেন । বেহদের বাবার কতো সন্তান । বাবা কতো উঁচুতে ওঠান । যারা পায়ে পড়ে, বাবা তাদেরও ওপরে চড়ান । তাহলে কতো খুশীতে থাকা উচিত আর এই শ্রীমতে চলা উচিত । একই মতে চলতে হবে । নিজের মতে চললেই তা মৃত্যুতুল্য হবে । আর বাবার শ্রীমতে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ মানুষ অর্থাৎ দেবতা হবে । ক্ষত্রিয় তো দুই কলা কম হয়ে যায় । এখানে হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জায়গা, ক্ষত্রিয় নয় । বাবা তো জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কতো নম্বরে পাস হবে ? তাঁর সম্মান রেখো । বেহদের বাবাও বলেন, তোমরা সূর্যবংশী হও । তোমরা জানো কি যে, ১০৮ এর বিজয় মালাই পাস হয় । মাম্মা – বাবাকে অনুসরণ করতে হবে । তাঁরা নিজেদের সমান স্বদর্শন চক্রধারী তৈরী করে শিববাবার সামনে উপহার হিসেবে নিয়ে আসে । বাবা জিজ্ঞেস করেন, কতোজনকে নিজের সমান বানিয়েছো ? এ কতো মজার কথা । তোমরাই এ কথা বুঝতে পারো । নতুন কেউই একদম এই কথা বুঝবে না । এ হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার কলেজ । কারোর কারোর তো সাত দিনেই রং চড়ে যায় । আবার কারোর এই রং চড়েই না । ছি – ছি কাপড়ের উপর (অপবিত্র শরীর এবং মন) খুব মুশকিলের সঙ্গেই রং চড়ে । খুবই পরিশ্রম করতে হয় ।

প্রথম দিকের কথা যা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, প্রথমে সবাইকে বলো --- বেহদের বাবাকে তোমরা জানো কি ? তখন তারা বলবে ----হ্যাঁ, আমার মধ্যেও আছে, তিনি তো সর্বব্যাপী । আরে, তোমাদের মধ্যেও যদি থাকে, তাহলে তো জিজ্ঞেস করার দরকারই নেই । তোমরা বলো যে তিনি বাবা, তাহলে তোমার মধ্যে বা আমার মধ্যে কিভাবে হতে পারে ! বাবা হলে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা অবশ্যই পাওয়া উচিত । প্রথমে অল্ফ বা আল্লার উপর বোঝাও । বাবা বলেন --- হে আমার হারানিধি বাচ্চারা, এমন কথা কোনো সন্ন্যাসী বা গুরু গোঁসাইরা বলতে পারেন না । তোমরা জানো যে বরাবর তোমরাই শিববাবার হারানিধি বাচ্চা । পাঁচ হাজার বছর পরে তোমরাই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য মিলিত হয়েছো । তোমরা জানো যে তোমরাই স্বর্গের মালিক ছিলে আবার তোমরাই মালিক হচ্ছো । স্বর্গে অবশ্যই যেতে হবে । তারপর পুরুষার্থ অনুসারে উঁচু পদ পাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) মাম্মা – বাবাকে অনুসরণ করে সূর্যবংশীতে আসতে হবে । নিজের মতে চলবে না । শ্রীমতে চলে উঁচু দেব পদ পেতে হবে ।

২) আমরা বাবার হয়েই থাকবো --- এই নিশ্চয়তার সঙ্গে থাকতে হবে । কখনোই কোনো বিষয়ে সংশয় করবে না ।

বরদান :-- বুদ্ধির চমৎকারিত্বের দ্বারা আকারে সাকারের অনুভব করে দিলারামের দিলরুবা (হৃদয়েশ্বরী) ভব

কোনো বাচ্চা পরে এলেও আকার রূপের দ্বারা সাকার রূপের অনুভব করতে পারে । এমন অনুভবের সঙ্গে তারা বলে -- আমরা সাকারের পালনা নিয়েছি আর এখনো নিচ্ছি । তাই আকার রূপে সাকারের অনুভব করা হলো বুদ্ধির লগন এবং স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ । এও চমৎকার বুদ্ধির প্রমাণ । এমন বাচ্চাই দিলারাম বাবার সামনে দিলারামের দিলরুবা (হৃদয়েশ্বরী), যার হৃদয়ে সর্বদা এই গানই বাজে --- বাহ আমার বাবা বাহ ।

স্লোগান :-- ত্যাগী আত্মার প্রতিটি কর্ম বা পদে সফলতা নিহিত আছে ।